أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/١٠)

www.motaher21.net

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

যদি সে ঋণ গ্রহণকারী দরিদ্র হয়, তবে স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে।

If the borrower amongst you becomes unable to repay the loan, give him time till his situation improves .

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৮০

وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদ্‌কা করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশী ভালো হবে, যদি তোমরা জানতে।

২৮০ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এ আয়াতে সুদখুরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয় - ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীআতের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়। এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্ তা'আলা আইন প্রনয়ণ করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। এখানে ক্ষমা করাকে কুরআনুল কারম সদকা শব্দে ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা তোমার জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও আরও বলেছেনঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্বের যামানায় এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত আর তার সন্তানদেরকে বলত যে, যখন কোন বিপদগ্রস্ত লোক আসে তখন তার কর্জ ক্ষমা করে দিও। হয়তো আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলেনঃ অতঃপর (লোকটি মৃত্যুর পর) আল্লাহ্র সাক্ষাত পেল, তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। [বুখারীঃ ৩৪৮০]

অন্য এক হাদীসে এসেছেঃ “যে কেউ অভাবীকে অবকাশ দিবে তার জন্য কর্জ পরিশোধের সময় পর্যন্ত প্রতিদিন সদকার সওয়াব লেখা হবে। তারপর যদি আবার তাকে নতুন করে কর্জ পরিশোধের অবকাশ দেয় তবে কর্জ আদায় করার সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তার সদকার সওয়াব লেখা হবে। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৬০]

এ আয়াত থেকে শরীআতের এ বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, ইসলামী আদালাত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে যাতে তারা তাকে সময় দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস এসেছে।

[২] সূরা আল-বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮০ এ ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান জিন দিশেহারা করে দেয়। ইমাম ত্বাবার সহীহ সনদে তার তাফসীরে বর্ণনা করেন। তাছাড়া সুদখোরের শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস এসেছে, যেমন: (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোরকে লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ‘যে সুদ খায়, আর যে খাওয়ায়, আর যে লিখে এবং সুদের কর্মকাণ্ডের দুই সাক্ষী, তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহ্র লা'নত হোক। [ইবনে মাজাহঃ ২২৭৭]

(২) আবু যুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, যিনার ব্যবসা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সুদ দাতা, গ্রহীতা, শরীর খোদাই করে নকশা করা, যে করায়, যে ছবি অংকন করে, এদের সবার উপর লা'নত করেছেন। [বুখারীঃ ৫৯৬২]

(৩) সামূরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে, সে তার নিকট বলত যা আল্লাহ্ চাইতেন। একদিন সকালে তিনি বললেনঃ রাতে (স্বপ্নে) আমার নিকট দু'জন আগন্তুক (ফেরেশতা) আসল। আমাকে তারা উঠাল। তারপর আমাকে বললঃ চলুন। আমি তাদের দু' জনের সাথে চললাম। ... সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নদীর নিকট পৌছলাম। ... সে নদীতে একজনকে সাঁতরাতে দেখলাম। নদীর পাড়ে একজন লোক দাড়িয়ে ছিল। যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের এক স্তুপ। সাঁতারকারী লোকটি সাঁতরানো শেষ করে যার নিকট পাথরের স্তুপ ছিল তার নিকট এসে মুখ খুলে দিত। আর সে তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। তারপর সে সাতরাতে চলে যেত। সাতরিয়ে ফিরে এসে আবার অনুরূপ মুখ খুলে দিত। আর ঐ লোকটি তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। ...শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাঈল বললেনঃ আর যে লোক ঝর্ণায় সাতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। [বুখারীঃ ৩৪৮০]

এই আয়াতটি থেকে শরীয়াতের এই বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে ইসলামী আদালত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে, যাতে তারা তাকে 'সময়' দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে লোকসান হতে থাকে। তার ওপর দেনার বোঝা অনেক বেশী বেড়ে যায়। ব্যাপারটি নবী ﷺ পর্যন্ত গড়ায়। তিনি লোকদের কাছে ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করার আবেদন জানান। অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দান করে কিন্তু এরপরও তার দেনা পরিশোধ হয় না। তখন নবী ﷺ তার ঋণদাতাদের বলেন, যা কিছু তোমরা পেয়েছো তাই নিয়ে তাকে রেহাই দাও। এর বেশী তার কাছ থেকে তোমাদের জন্য আদায় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবার বাসনপত্র, পরার কাপড়-চোপড় এবং যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে সে রুজি-রোজগার করে, সেগুলো কোন অবস্থাতেই ক্রোক করা যেতে পারে না।

আর্থিক অনটনে জর্জরিত দেনাদারের প্রতি স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া উচিত

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ যদি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার প্রাপ্য থাকে এবং সে তা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে তাহলে তাকে কিছুদিন অবকাশ দাও যে, সে আরো কিছুদিন পর তোমাকে তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে। সাবধান! দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে সুদ বৃদ্ধি করবে না। বরং ঐ সব দরিদ্রের ঋণ ক্ষমা করে দেয়াই মহা উত্তম কাজ। ইমাম তাবারানী (রহঃ) -এর হাদীসে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُيَسِّر عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ.

'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র 'আরশের ছায়া লাভ কামনা করে সে যেন এই প্রকারের দরিদ্রদেরকে অবকাশ দেয় বা ঋণ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়।' (আল মাজমা 'উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৪, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৮০৮/২৪১৯, সহীহ মুসলিম-৪/৭৪/২৩০১, ২৩০৪) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ .قُلْتُ :سَمِعْتُكَ -يَا رَسُوْلَ اللهِ- تَقُولُ :مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ .ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ :مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ" :لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ.

'যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র লোকের ওপর স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা প্রকাশ করে এবং তাকে অবকাশ দেয়; অতঃপর যতোদিন পর্যন্ত সে তার কাছে প্রাপ্য পরিশোধ করতে না পারবে ততোদিন পর্যন্ত সে প্রতিদিন সেই পরিমাণ দান করার সাওয়াব পেতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'সে প্রতিদিন এর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব পেতে থাকবে।' এ কথা শুনে বুরাইদাহ (রাঃ) বলেনঃ 'হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! পূর্বে আপনি ঐ পরিমাণ দানের সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। আর এখন এর দ্বিগুণ পরিমাণ সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বললেন?' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন' হ্যাঁ, যে পর্যন্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত না হবে সে পর্যন্ত এর সমপরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে এবং যখন মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন এর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে।' (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -৫/৩৬০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনু কা 'ব আল-কারাযী (রহঃ) বলেছেন যে, এক লোকের কাছে আবূ কাতাদাহ্ (রাঃ) -এর কিছু টাকা পাওনা ছিলো। তিনি ঐ ঋণ আদায়ের তাগাদায় তার বাড়ী যেতেন; কিন্তু সে লুকিয়ে থাকতো এবং তার সাথে দেখা করতো না। একবার তিনি তার বাড়ী এলে একটি ছেলে বেরিয়ে আসে। তিনি তাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সে বলেঃ 'হ্যাঁ, তিনি বাড়ীতেই আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন।' তখন আবূ কাতাদাহ (রাঃ) তাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেনঃ 'আমি জেনেছি যে, তুমি বাড়ীতেই আছো; সুতরাং বাইরে এসো এবং উত্তর দাও। ঐ বেচারা বাইরে এলে তিনি তাকে বললেনঃ 'লুকিয়ে থাকছো কেন?' লোকটি বললোঃ 'জনাব! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমি একজন দরিদ্র লোক। এখন আমার নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করার মতো অর্থ নেই। তাই, লজ্জায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি না। ' তিনি বলেনঃ 'শপথ করো।' সে শপথ করলো। এ অবস্থা দেখে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মুখে শুনেছিঃ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ -أَوْ مَحَا عَنْهُ -كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় সে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র 'আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।' (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম-৩/৩২/১১৯৪, মুসনাদ আহমাদ -৫/৩০৮)

আবূ ইয়া ‘লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন একটি লোককে মহান আল্লাহ্‌র সামনে আনা হবে। তাকে মহান আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেনঃ ‘বলো, তুমি আমার জন্য কি সাওয়াব কামাই করেছো?’ সে বলবেঃ হে মহান আল্লাহ্! আমি এমন একটি অণু পরিমাণ সাওয়াবেরও কাজ করতে পারিনি যার প্রতিদান আমি আপনার নিকট যাঞ্চা করতে পারি।’ মহান আল্লাহ্ পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করবেন এবং সে একই উত্তর দিবে। মহান আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করবেন। এবার লোকটি বলবেঃ হে মহান আল্লাহ্! একটি সামান্য কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে কিছু মালও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ব্যবসায়ী লোক ছিলাম। লোকেরা আমার নিকট হতে ধার কর্য নিতো। আমি যখন দেখতান যে, এই লোকটি দরিদ্র এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে সে কর্য পরিশোধ করতে পারছে না তখন আমি তাকে আরো কিছুদিন অবকাশ দিতাম। ধনীদের ওপরও পীড়াপীড়ি করতাম না। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দিতাম।’ তখন মহান আল্লাহ্ বলবেনঃ তাহলে আমি তোমার পথ সহজ করবো না কেন? আমি তো সর্বাপেক্ষা বেশি সহজকারী। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি জান্নাতে চলে যাও।’ (সহীহুল বুখারী-৪/৩৬০/২০৭৭, ফাতহুল বারী ৬/৫৭০, সহীহ মুসলিম-৩/২৭-২৯/১১৯৫, সুনান ইবনু মাজাহ২/৮০৮/২৪২০)

মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধকারী যোদ্ধাকে সাহায্য করে বা দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে সাহায্য দেয় অথবা মুকাতাব গোলাম (যে গোলাম কে তার মনিব বলে দিয়েছেন, তুমি আমাকে এতো টাকা দিলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে) কে সাহায্য দান করে, তাকে মহান আল্লাহ্ ঐ দিন ছায়া দান করবেন যেই দিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। মুসনাদ আহমাদ ' গ্রন্থে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার প্রাথনা কবূল করা হোক এবং তার কষ্ট ও বিপদ দূর করা হোক সে যেন অস্বচ্ছল লোকদের ওপর স্বচ্ছলতা আনয়ন করে। ‘আব্বাস ইবনু ওয়ালিদ (রহঃ) বলেনঃ আমি ও আমার পিতা বিদ্যানুসন্ধানে বের হই এবং আমরা বলি যে, আনসারদের নিকট হাদীস শিক্ষা করবো। সর্বপ্রথম আবুল ইয়াসার (রাঃ) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। তার সাথে তার একটি গোলাম ছিলো, যার হাতে একখানা খাতা ছিলো। গোলাম ও মনিব একই পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমার পিতা তাঁকে বলেনঃ হ্যাঁ,অমুক ব্যক্তির ওপর আমার কিছু ঋণ ছিলো। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। ঋণ আদায়ের জন্য আমি তার বাড়িতে গমন করি। সালাম দিয়ে সে বাড়িতে আছে কি না জিজ্ঞেস করি। বাড়িতে নেই এই উত্তর আসে। ঘটনাক্রমে তার ছোট ছেলে বাইরে আসে। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তোমার আব্বা কোথায় রয়েছে? সে বলে, আপনার শব্দ শুনে খাটের নিচে লুকিয়ে গেছেন। আমি আবার ডাক দেই এবং বলি, তুমি যে ভিতরে রয়েছো তা আমি জানতে পেরেছি। সুতরাং লুকিয়ে থেকো না বরং এসে উত্তর দাও। সে আসে আমি বলি, লুকিয়ে ছিলে কেন? সে বলে, আমার নিকট এখন অর্থ নেই। সুতরাং সাক্ষাৎ করলে আমাকে মিথ্যা ওযর পেশ করতে হবে, না হয় মিথ্যা অঙ্গীকার করতে হবে। তাই আমি আপনার সামনে আসতে লজ্জাবোধ করছিলাম। আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাহাবী। সুতরাং আপনাকে মিথ্যা কথা কি করে বলি? আমি বলি, তুমি মহান আল্লাহ্‌র শপথ করে বলতো যে, তোমার নিকট অর্থ নেই। তিনবার আমি তাকে শপথ করিয়ে নেই, সে তিনবার শপথ করে। আমি খাতা থেকে তার নাম কাটিয়ে নেই এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ লিখে নেই। অতঃপর তাকে বলি, যাও তোমার নাম হতে এই অংক কেটে দিলাম। এরপর যদি অর্থ পেয়ে যাও তবে আমার এই ঋণ পরিশোধ করে দিবে। নচেৎ তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। জেনে রেখো, আমার এই চক্ষু যুগল দেখেছে, আমার এই কর্ণদ্বয় শুনেছে এবং আমার অন্তকরণ বেশ মনে রেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা ক্ষমা করে দেয়, মহান আল্লাহ্ তাকে নিজের ছায়ায় স্থান দিবেন।’ (সহীহ মুসলিম-৪/৭৪/পৃষ্ঠা-২৩০১-২৩০৪)

মুসনাদ আহমাদের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে আগমন করেন। মাটির দিকে মুখ করে তিনি বলেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، وَقَاهُ اللَّهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ -ثَلَاثًا -أَلَا إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتَنَ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا.

‘যে ব্যক্তি কোন নিঃস্ব ব্যক্তির পথ সহজ করবে বা তাকে ক্ষমা করে দিবে, মহান আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের প্রখরতা হতে রক্ষা করবেন। জেনে রেখো যে, জান্নাতের কাজ দুঃখজনক ও প্রবৃত্তির প্রতিকূল এবং জাহান্নামের কাজ সহজ ও প্রবৃত্তির অনুকূল। ঐ লোকরাই পুণ্যবান যারা ফিতনা ও গণ্ডগোল হতে দূরে থাকে। মানুষ ক্রোধের যে চুমুক পান করে নেয় ঐ চুমুক মহান আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। যারা এরূপ করে তাদের অন্তর মহান আল্লাহ্ ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেন। (হাদীসটি য ‘ঈফ। মুসনাদ আহমাদ -১/৩২৭, আল মাজমা ‘উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৩, ১৩৪)

তাবারানীর হাদীসের মধ্যে রয়েছে যেঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللهُ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ.

‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ব্যক্তির ওপর দয়া প্রদর্শন করতঃ স্বীয় ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না, মহান আল্লাহ্ তাকে তার পাপের জন্য ধরেন না, শেষ পর্যন্ত সে তাওবাহ করে।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। আল মাজমা ‘উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৫, তাবারানী- ১/৯১)

﴿وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴾

অতঃপর মহান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার লয় ও ক্ষয়, মালের ধ্বংসশীলতা, পরকালের আগমন, মহান আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন, মহান আল্লাহ্কে নিজেদের কাজের হিসাব প্রদান এবং সমস্ত কাজের প্রতিদান প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ও তার শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, কুর’ আনুল হাকীমে এটাই সর্বশেষ আয়াত। (সহীহুল বুখারী-৮/৫২/৪৫৪৪, সুনান নাসাঈ -৬/৩০৭/১১০৫৭, তাফসীর তাবারী -৬/৪০)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) -এর একটি বর্ণনায় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর একত্রিশ দিন জীবিত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জুরাইয (রহঃ) বলেনঃ পূর্ববর্তী মনীষীদের উক্তি এই যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নয়দিন জীবিত ছিলেন। শনিবার হতে আরম্ভ হয় এবং তিনি সোমবারে ইন্তিকাল করেন। মোট কথা, কুর’ আন মাজীদে সর্বশেষ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।